কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতি শিগগির

মামলার জটিলতা কেটে গেছে, তালিকা প্রায় চূড়ান্ত

মানস ঘোষ : সরকারি কলেজগুলোর প্রায় ৪ হাজার শূন্য পদে শিগগিরই শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, চলতি মাসের শেষ সপ্তাহেই এই পদোন্নতির ঘোষণা আসতে পারে। শিক্ষকদের সর্বশেষ মামলাজনিত জটিলতা গত বৃহস্পতিবার কেটে যাওয়ায় পদোন্নতির ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা নেই।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) কর্মকর্তারা বর্তমানে এ সংক্রান্ত কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত রয়েছেন। মাউশি সূত্রে জানা গেছে, চার বছর পর কলেজগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ের শূন্যপদে পদোন্নতি দেওয়ার জন্য তালিকা প্রায় প্রস্তুত। তবুও শেষ মুহূর্তে খতিয়ে দেখা হচ্ছে কারো অবসর বা পদোন্নতিতে কোনো জটিলতা রয়েছে কি না।

জানা গেছে, চলতি সপ্তাহেই পদোন্নতির তালিকাটি মাউশি থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। এই তালিকা হাতে পাওয়ার পরপরই মন্ত্রণালয় ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশন কমিটি গঠন করবে। এই কমিটিই পদোন্নতির চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদন করবে।

প্রসঙ্গত, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত এবং আত্তীকৃত শিক্ষকদের মধ্যে মামলা চলার কারণে ১৯৯৭ সাল থেকে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতি বন্ধ রয়েছে। গত বছর ৫ জানুয়ারি উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হলে মামলা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১০ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় 'জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা ২০০০' প্রস্তুত করে। গত ২৭ নভেম্বর বিধিমালাটি অনুমোদন হয়ে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

মাউশি সূত্রে জানা গেছে, সমিতি মামলা তুলে না নেওয়ায় বিধিমালা জারির পরও গত দেড় মাসে সরকার পদোন্নতি প্রক্রিয়া চালু করতে পারেনি।

প্রসঙ্গত, সরকারি কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে বাধা হয়েছিল ৩টি মামলা। এর মধ্যে দুটি মামলার বাদী ছিলেন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতৃবৃন্দ। অপর মামলাটি প্রভাষকদের পদোন্নতি সংক্রান্ত যা গত বছর আগস্ট মাসে করা হয়।

কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতি শিগগির

● প্রথম পাতার পর

বিধিমালা জারির পরপরই গত বছর ৭ ডিসেম্বর তুলে নেয়। একটি মামলা ছিল আত্তীকৃত শিক্ষকদের নন-ক্যাডার ঘোষণা করা যা ১৯৯৭ সালে করা হয়েছিল। অপর মামলাটি ছিল '৯৮ সালে জারি করা বিধিমালার বিরুদ্ধে।

সমিতির মহাসচিব কফিলউদ্দিন আহমেদ ভোরের কাগজকে জানিয়েছেন, সরকার এ দুটি মামলা তুলে নেওয়ার পরপরই পদোন্নতি চালু করতে পারতেন। সময়ক্ষেপণের কোনো প্রয়োজন ছিল না। অন্যদিকে মাউশির মহাপরিচালক ড. আয়েশা খাতুন বলেছেন, তৃতীয় মামলাটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সরকার এ মামলাটিও বিবেচনায় নিয়েছেন।

তৃতীয় মামলাটি গত বছর আগস্টে প্রভাষক নাজমুল কবির করেন। এতে ১৯৮৮ সালের পর ক্যাডারভুক্ত প্রভাষক যারা ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষায় পস করেছে তাদের পদোন্নতি না দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আদালত নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। শেষ পর্যন্ত মামলাটি নাজমুল কবির প্রত্যাহার করে না নিলেও গত ১১ জানুয়ারি নিষেধাজ্ঞার মেয়াদও শেষ হয়ে যায়। এর ফলে শিক্ষকদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে।

ড. আয়েশা খাতুনের কাছে পদোন্নতি প্রক্রিয়ার অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেছেন, 'প্রক্রিয়া এখনো চূড়ান্ত হয়নি। চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি কোনো মন্তব্য করবো না।' তবে মাউশির একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানিয়েছেন, চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে পদোন্নতি দেওয়ার জন্য সরকারি প্রায় সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এখন বাকি শুধু কিছু প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা।

এ বছর বিভিন্ন পর্যায়ের সব শূন্য পদেই পদোন্নতি দেওয়া হবে। গত বছর জুন মাসের হিসাব অনুযায়ী শূন্য পদ ছিল ২২০০। জানা গেছে, গত ৬ মাসেই নানা কারণে এই সংখ্যা আরো বেড়েছে। সূত্রমতে, সবগুলো শূন্য পদে পদোন্নতি হলে এই সংখ্যা হবে প্রায় ৪ হাজার।